বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বৎসর ২০০৭-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বৎসর ২০০৭-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃঃ নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১-৫
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	১
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	২
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৩
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৪
৮.	অডিটের সুপারিশ	৫
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৬-১৯

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ১৬-১২-১৪১৭ বঙ্গাব্দ
৩০-০৩-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ১টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও ১২টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের ২০০৭-০৮ সনের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ০৬-১২-১৪১৭ বঙ্গাব্দ
২০-০৩-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	এসটি আইটেম (Supplementary item) চুক্তিমূল্যের ১৫% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও দরপত্র আহ্বান না করে বিধি বহির্ভূতভাবে কাজ সম্পাদন করে পরিশোধ।	৭,১৫,৯৭,০১৩
২	উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতীত অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান ও বিল পরিশোধ।	৩৮,২৫,৯৯১
৩	পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা লঙ্ঘন করে কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে নির্ধারিত সীমা অতিরিক্তের মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয়।	৬৬,০৫,৩৯৩
৪	পরিত্যক্ত বাড়ীর বিক্রয় মূল্য ও ভাড়া আদায়ের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করায় বকেয়া/অনাদায়ী।	৫৮,৮৮,৮৬,৭১৭
৫	উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করে সীমিত দরপত্র আহ্বান পদ্ধতিতে অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান ও বিল পরিশোধ।	৮৩,২৩,৪৯৭
৬	অর্থ বরাদ্দ ছাড়া কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের দায় সৃষ্টি।	৪,১৭,০৬,৫৭৩
৭	এমবিতে অধিক মেজারমেন্ট দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন।	৫২,৯১,৮৯১
৮	১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দিয়ে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯৯,৮২,৮০২
৯	পুনঃ দরপত্র আহ্বান না করে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণপূর্বক কার্য সম্পাদন করায় অতিরিক্ত ব্যয়।	৩১,৮৯,৪০১
১০	দরপত্র আহ্বান ও প্রশাসনিক অনুমোদন ব্যতীত ভিন্ন কাজের ঠিকাদারের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৬৪,৬২,৬০০
	সর্বমোট =	**৭৪,৫৮,৭১,৮৭৮**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ ২০০৭-০৮
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, মেডিকেল কলেজ, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা। ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১ ঢাকা ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষন বিভাগ, ঢাকা ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, ঢাকা
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০০৯।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরণ	ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন।	ঃ মোঃ মোসলেম উদ্দীন, মহাপরিচালক মৃত্যুঞ্জয় সাহা, পরিচালক মোঃ শাহজাহান, উপ-পরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার পরিচয় না দেয়া।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন/২০০৩ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।
- এক খাতের বরাদ্দ হতে অন্য খাতে ব্যয়।

অডিটের সুপারিশ

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা নিরসনকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত পি পি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সে কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ)

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১

শিরোনাম ঃ এসটি আইটেম (Supplementary item) চুক্তিমূল্যের ১৫% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও দরপত্র আহ্বান না করে বিধি বহির্ভূতভাবে কাজ সম্পাদন করে মোট ৭,১৫,৯৭,০১৩ টাকা পরিশোধ করা হয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার, নগর গণপূর্ত বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা এবং গণপূর্ত বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৩-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার, প্রাক্কলন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায়, কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ এর অধীনে কক্সবাজার জেলা পুলিশ লাইন নির্মাণ কাজটি দরপত্র নং ৭৭/২০০৩-২০০৪ এর মাধ্যমে ১,০১,৮৭,৩৬৬ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যে ঠিকাদার মেসার্স ইসলাম ট্রেডিং করপোরেশনকে ৯৬,৭৭,৯৯৭.৭০ টাকায় কার্যাদেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ঠিকাদারকে মোট ২,১০,৪১,৬১১ টাকা পরিশোধ করা হয় অর্থাৎ এসটি আইটেমের মাধ্যমে ঠিকাদারকে চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত (২,১০,৪১,৬১১-৯৬,৭৭,৯৯৭) ১,১৩,৬৩,৬১৩ টাকা অনিয়মিভাবে পরিশোধ করা হয়, যা চুক্তিমূল্য অপেক্ষা ১১১% বেশী (পরিশিষ্ট ক-১)।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার এর অফিস ভবন নির্মাণ কাজটি দরপত্র নম্বর ২(৫)/২০০০-০১ এর মাধ্যমে ৪৫,৩১,৯৭৭ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের বিপরীতে ঠিকাদার জনাব আবু সিদ্দিককে ৪৩,০৫,৩৭৮ টাকায় কার্যাদেশ দেয়া হয়।

  পরবর্তীতে সংশোধিত প্রাক্কলনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে দরপত্র আহ্বান ব্যতীত একই ঠিকাদারকে দিয়ে চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত ২৬,১৬,৫৫১ টাকার কার্য সম্পাদন করা হয়, যা চুক্তি মূল্য অপেক্ষা ৫৭.৭৩% বেশী (পরিশিষ্ট ক-২)।

- নগর গণপূর্ত বিভাগ এর অধীন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কন্ট্রোলরুম আধুনিকায়ন প্রকল্পের মবিলাইজেশন ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩,০৫,৫৯,৮০৬ টাকা। দরপত্র মূল্য ২,৯০,৩১,৮১৫ টাকায় কাজটি গ্যামন বাংলাদেশ লিঃ-কে প্রদান করা হয়। এখানে ৮৬,১৭,৬৩৭ টাকার এসটি কাজ করা হয়। চূড়ান্ত বিলে ঠিকাদারকে ৩,৭৬,৪৯,৪৫২ টাকা পরিশোধ করা হয় (১৮তম চলতি ও চূড়ান্ত), যা চুক্তি মূল্যের ২৯.৬৮% বেশী (পরিশিষ্ট ক-৩)।

- ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১ এর অধীন ওয়াক্ফ ভবন নির্মাণে ৪টি এসটি কাজের জন্য ৩,২১,৮৫,৮৪০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রাক্কলিত মূল্য ৫,৭৪,৮২,২৯৫ টাকা অপেক্ষা ৯.৯৯% নিম্নদরে চুক্তিমূল্য ছিল ৫,১৭,৩৯,৮১৩ টাকা । দরপত্র মূল্য অপেক্ষা এসটি কাজের পরিমাণ ৬২.২০% বর্ধিত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ক -৪)।

- গণপূর্ত বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ এর জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬০০ বর্গফুট ষ্টাফ কোয়ার্টার ও জেলা কারাগারের পেরিমিটার ওয়াল নির্মাণ কাজে যথাক্রমে ১৪,৬৯,৬৫০ টাকা ও ১,১১,৬২,২৪৫ টাকা চুক্তি মূল্যের বিপরীতে ৪৭,৬১,৮২৯ টাকা ও ১,১১,২২,৪৭৪ টাকা করে মোট ১,৬৮,১৩,৩৭২

টাকার এসটি ও অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। দেখা যায় যে, কোন নীতিমালা পরিপালন না করে চুক্তি মূল্য অপেক্ষা দু'টি কাজে যথাক্রমে ৪১৬.৫০% এবং ১১০.৪০% বেশী ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ক-৫)।

- উপরে উল্লিখিত ৪(চার)টি নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়সমূহে সর্বমোট =(১,৩৯,৬৩,৬১৩+ ৪৩,০৫,৩৭৮+৮৬,১৭,৬৩৭+৩,২১,৮৫,৮৪০)=৭,১৫,৯৭,০১৩ টাকা এসটি হিসেবে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।
- পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা ১৮(১)মোতাবেক কোন কাজের এসটি আইটেমের মূল্য চুক্তি মূল্যের ১৫% এর অধিক হলে নতুনভাবে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করতে হয় এবং ১৫% এর মধ্যে হলে তা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা স্মারক নং-মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-০৭/২০০৩ ১৪৬, তারিখ ২৪-০৬-২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক ভেরিয়েশন অর্ডার/এজেন্ডার মূল্য প্রতিযোগিতামূলক কিনা তা দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক অতিরিক্ত এসটি কাজের অনুমোদন দেয়া হয়।
- কাজটির চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে এবং প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছে যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত।
- ওয়াক্‌ফ ভবন নির্মাণ কাজটি কিছু অংশের কাজ (আনুসঙ্গিক কাজ) ব্যতীত প্রকল্পটি প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছে।
- এসটি এবং অতিরিক্ত কাজের অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। এসটি কাজের মূল্য কখনই চুক্তি মূল্যের ১৫% এর অতিরিক্ত হবে না।
- এটা একটা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ, ০৬-১০-২০০৮ খ্রিঃ ২৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ এবং ২৪-১১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-১২-২০০৮ খ্রিঃ, ১৬-১১-২০০৮ খ্রিঃ, ০৬-০১-২০০৯ খ্রিঃ এবং ১৬-০২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-০২-২০০৯ খ্রিঃ এবং ১৩-৪-২০০৯খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা লংঘনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২

শিরোনাম ঃ উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ৩৮,২৫,৯৯১ টাকার কার্যাদেশ প্রদান ও বিল পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, মেডিকেল কলেজ, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০৮-২০০৮ হতে ১১-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে অনুমোদিত প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, বিল-ভাউচার, ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করে সীমিত দরপত্রের মাধ্যমে ৩৮,২৫,৯৯১ টাকার কার্য সম্পাদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -খ)।

- পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা ৬১(২)অনুযায়ী বিশেষায়িত প্রকৃতির পণ্য, সেবা বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সাধারণ প্রকৃতির কাজের ক্ষেত্রে সীমিত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করে প্রয়োজন অনুসারে পিপিআর-২০০৩ অনুসারে কাজগুলি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবে পিপিআর-০৩ এর বিধি পরিপালনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু পিপিআর-২০০৮/০১-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। আপত্তিতে বর্ণিত কাজগুলির প্রাক্কলনসহ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে এর পরবর্তী সময়ে। এ ক্ষেত্রে পিপিআর-০৩ এর প্রবিধান প্রযোজ্য নহে।

- ফলে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতীত কার্য সম্পাদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

- এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৬-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৬-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ ৩

শিরোনাম ঃ পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা লংঘন করে কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে নির্ধারিত সীমা অতিরিক্ত ৬৬,০৫,৩৯৩ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, সেগুন বাগিচা, ঢাকা এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৮ সালের হিসাব ৩-৯-২০০৮ হতে ১৮-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, কোটেশন ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, সেগুন বাগিচা, ঢাকা কর্তৃক ফেব্রুয়ারী-০৮ মাসেই খোলা দরপত্র আহ্বান ব্যতীত কোটেশন/সীমিত দরপত্রের মাধ্যমে মোট ৩৮,০১,৯৮৮ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু বিধি মোতাবেক কোটেশনের মাধ্যমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার কার্য সম্পাদনের বিধান রয়েছে। এখানে কোটেশনের মাধ্যমে ব্যয়যোগ্য নির্ধারিত সীমা অপেক্ষা ৩৩,০১,৯৮৮ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -গ-১)।

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১ এর অধীন নগর গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক কোটেশনের মাধ্যমে ৩৮,০৩,৪০৫ টাকার কার্য সম্পাদন করেছেন। ফলে (৩৮,০৩,৪০৫-৫,০০,০০০) = ৩৩,০৩,৪০৫ টাকার কাজ অনিয়মিতভাবে কোটেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-গ-২)।

- পিপিআর-০৮ এর তফসিল-২ এ বর্ণিত এবং ধারা ৬৯(১) অনুযায়ী ভৌত সেবা ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বৎসরে সর্বাধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের অধীনে কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে ব্যয়যোগ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বর্ণিত কাজগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রত্যাশি সংস্থার চাহিদা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন, কারিগরী অনুমোদন গ্রহণ করে পিপিআর-০৩ প্রবিধানমালা ১৭ অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরে পিপিআর-০৮ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

- নগর গণপূর্ত বিভাগের অধীনে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ অবস্থিত বিধায় সব সময়ই রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণের নির্দেশে জরুরীভাবে কোটেশন আহ্বান করে কাজ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা নিরীক্ষায় দেখা যায় বর্ণিত কাজগুলি বিভিন্ন সরকারি স্থাপনার রুটিন মেরামত সংক্রান্ত, যা জরুরী হিসেবে বিবেচিত নয়। এছাড়া, পিপিআর-০৮

কার্যকরী হওয়ার পর থেকে পিপিআর-০৩ এর কার্যক্রম বাতিল করা হয়। সুতরাং পিপিআর-০৩ এর ১৭ ধারা মোতাবেক সীমিত সংখ্যক দরপত্রের ভিত্তিতে অনিয়মিতভাবে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

- জবাবে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণের নির্দেশে জরুরীভাবে কোটেশনের মাধ্যমে কাজ করানো হয়েছে। কিন্তু নির্দেশের কোন কপি নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হয়নি। তাই পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা উপেক্ষা করে কার্য সম্পাদনের কোন সুযোগ নেই।

- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২৩-০২-২০০৯ খ্রিঃ এবং ১৯-১১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৪-২০০৮ খ্রিঃ এবং ১৬-২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৭-০৫-২০০৯ খ্রিঃ এবং ১৩-৪-২০০৯খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধানমালা অনুসরণ না করে কোটেশন পদ্ধতিতে সীমাতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নংঃ ৪

শিরোনাম ঃ **পরিত্যক্ত বাড়ীর বিক্রয় মূল্য ও ভাড়া আদায়ের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করায় বকেয়া/অনাদায়ী টাকা ৫৮,৮৮,৮৬,৭১৭ টাকা।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষন বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৪-১২-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ঢাকা শহরে পরিত্যক্ত বাড়ীর ভাড়া আদায় ও বকেয়া সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত বাড়ীর ভাড়া বাবদ জুন-০৮ পর্যন্ত ৫৮,৮৮,৮৬,৭১৭ টাকা বকেয়া রয়েছে। এ বকেয়া দীর্ঘ দিনের এবং দিনের পর দিন বকেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বকেয়া অর্থ আদায় না হওয়ায় এবং বকেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অবহেলার কারণে হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় (পরিশিষ্ট 'ঘ')।

- সিপিডাব্লিউ এ কোডের প্যারা ১৭৭ মোতাবেক সরকারি অর্থ অনাদায়ে ক্ষতি/আদায় না করার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বাড়ী ভাড়া বাবদ ২,৭১,৩৯,৪০৯ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য তাগিদপত্রসহ মামলা রুজু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জবাবে উল্লেখিত গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষা চলাকালীন কোন প্রকার প্রমাণক উপস্থাপন করতে পারেননি। এছাড়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকার কথা নয়।

- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২৪-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৭-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ বকেয়া থাকার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং বকেয়া অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ৫

শিরোনাম ঃ উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করে সীমিত দরপত্র আহ্বান পদ্ধতিতে অনিয়মিতভাবে ৮৩,২৩,৪৯৭ টাকার কার্যাদেশ প্রদান ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৮ আর্থিক সালের হিসাব ০৩-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা কর হয়। নিরীক্ষাকালে অনুমোদিত প্রাক্কলন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, তুলনামূলক বিবরণী, ওপেনিং মেমো, দরপত্র মুল্যায়ন কমিটির সভার কার্য বিবরণী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, দ্রুততম সময়ে কার্য সম্পাদনের জন্য খোলা দরপত্র আহ্বানের পরিবর্তে অনিয়মিতভাবে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (RTM) (১) ঢাকার মহাখালীস্থ রোগতত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর বিদ্যমান ভবনের ২য় তলার উপর ৩য় তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সহ মূল ভবনের সংস্কার কাজ। (২) ঢাকার মহাখালীস্থ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী ইপিআই ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলার ষ্টোর ম্যানেজার, স্টোর কিপার ও সহকারী ষ্টোর অফিস কক্ষ এবং টয়লেটসহ ষ্টেশনারী কম্পিউটার সামগ্রী ইত্যাদি রাখার জন্য কক্ষ নির্মাণ কাজ। (৩) ঢাকার মহাখালীস্থ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী এর ২য় তলা ভবনের ৩য় তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ। (৪) ঢাকার আশকোনাস্থ স্থায়ী হজ্জ ক্যাম্পের ইমিগ্রেশন ব্লকের পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ কাজ। (৫) ঢাকার মহাখালীস্থ রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনিষ্টিটিউট এর বিদ্যমান ভবনের ২য় তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ ভবনের সংস্কার কাজ। (৬) ঢাকার মহাখালীস্থ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালের ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় Additional, alteration of out door of Existing Hospital Building & Sanitary and Water Supply arrangement কাজে ৮৩,২৩,৪৯৭ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ঙ-'১)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আরটিএম প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে বিধায় পত্রিকায় প্রকাশের আবশ্যকতা নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পিপিআর-০৩ এর প্রবিধানমালা ১৭ ও ৩৭ ধারা মোতাবেক বিশেষায়িত প্রকৃতির কাজের ক্ষেত্রে আরটিএম পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু পরিশিষ্টের কাজসমূহ সাধারণ প্রকৃতির, বিশেষায়িত প্রকৃতির কাজ নয়।
- পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে কার্য সম্পাদন করা হলে দরটি প্রতিযোগিতামূলক হতো এবং সরকারি অর্থের সাশ্রয় হতো।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২৯-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ হয়। পরবর্তীতে ০৬-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতীত সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

৪—

অনুচ্ছেদ নং ঃ ৬

শিরোনাম ঃ **অর্থ বরাদ্দ ছাড়া কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের ৪,১৭,০৬,৫৭৩ টাকার দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ২৩-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৭-১০-২০০৮ খ্রিঃ তরিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরে ৩২,৬৮,৫২,০৩৬ টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বিভাগীয় দপ্তর বরাদ্দের বিপরীতে ৩৬,৮৫,৫৮,৬০৯ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করেন।
- ফলে বরাদ্দের অতিরিক্ত (৩৬,৮৫,৫৮,৬০৯-৩২,৬৮,৫২,০৩৬) = ৪,১৭,০৬,৫৭৩ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের দায় সৃষ্টি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-চ/১-৫)।
- সিপিডব্লিউ ডি কোডের ৫৮ নং প্যারা মোতাবেক বরাদ্দ প্রাপ্তি ছাড়া দরপত্র আহ্বান করা যাবে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রাপ্তি ছাড়াই দরপত্র আহ্বান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উক্ত কাজগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বড় কাজ আছে, যা এক অর্থ বছরে সমাপ্ত করা যাবে না বিধায় বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান বিধি বহির্ভূত।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ১৬-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৩-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সরকারের অতিরিক্ত দায় সৃষ্টির জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ধরণের কার্যক্রম ভবিষ্যতে যেন আর না করা হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ ৭

শিরোনাম ঃ **এমবিতে অধিক মেজারমেন্ট দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৫২,৯১,৮৯১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সালের হিসাব ২৯-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে নারায়ণগঞ্জ জেলখানার ২ ইউনিট বিশিষ্ট ৬০০ বর্গফুটের ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ এবং জেলখানার পেরিমিটার ওয়াল নির্মাণ কাজের বিল/ভাউচার,অনুমোদিত প্রাক্কলন, এমবি এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত ২টি কাজে অনুমোদিত প্রাক্কলনে প্রদর্শিত পরিমাণের চেয়ে বাস্তবে অধিক মেজারমেন্ট দেখিয়ে ৫২,৯১,৮৯১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ছ)।
- পরবর্তীতে Estimate revise/approve করা হয়েছে কিনা-তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক নিরীক্ষাধীন বিভাগ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- জিএফআর-১০ মোতাবেক প্রয়োজনের অধিক অর্থ পরিশোধ করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ প্রাক্কলনে অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বাস্তবে অধিক কাজ দেখিয়ে সরকারি অর্থ অপচয়ের অনুমোদন প্রদান করার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও ক্ষমতাবান নয়।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২৪-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৩-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনুমোদিত প্রাক্কলনে প্রদর্শিত পরিমাণের চেয়ে বেশী পরিমাণ বিল পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ ৮

শিরোনাম ঃ ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দিয়ে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের ৯৯,৮২,৮০২ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ২৭-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বিচারাধীন আসামীদের জন্য কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজের দরপত্র, সিএস, কার্যাদেশ, অনুমোদিত প্রাক্কলন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয় ।
- এতে দেখা যায় যে, দুটি কাজের দরপত্র একই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এবং একই তারিখে দরপত্র খোলা হয়। লট এ-১ ও লট এ-২ নামে বিভক্ত দুটি কাজেরই সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মেসার্স বেসিক ড্রেজিং কোং লিঃ কর্তৃক দর দাখিল করা হয়।
- লট এ-১ এর ক্ষেত্রে মেসার্স বেসিক ড্রেজিং কোং লিঃ এর রেইট গৃহীত হয়।
- লট এ-২ এর ক্ষেত্রে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার বেসিক ড্রেজিং এর উদ্ধৃত দর ছিল = ৫,৫৯,৯১,৯৩৩.৭৬ টাকা । ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট এর উদ্ধৃত দর ছিল = ৬,৫৯,৭৪,৭৩৬.১৬ টাকা।
- লট এ-২ এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দরদাতার দাখিলকৃত রেইটকে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে গড় বার্ষিক টার্নওভার (১২.০০+৯.০০) ২১.০০ কোটি টাকা হওয়া প্রয়োজন উল্লেখ করে তাঁর টার্ন ওভার ১২.০০ কোটি টাকা হওয়ায় তাকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজটি দেয়া হয়।
- ফলে দ্বিতীয় দরদাতাকে অধিক রেইটে কাজ প্রদান করায় সরকারের ৯৯,৮২,৮০২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-জ)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পিপিআর-০৩ এর বিধান অনুসারে Average annual turnover (১২+৯)=২১ কোটি টাকা না হওয়াতে Instruction to tenderer's clause No. 12.2 এবং ITT Clause No. 46.6 (খ) অনুযায়ী লট এ-২ কাজটির ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা কাজ পাওয়ার যোগ্যতা হারায়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কাজ দুটির Average Annual Turnover এখানে প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেকটি কাজ আলাদা এবং দরপত্র মূল্যায়ণ ও আলাদাভাবে করা হয়েছে। লট এ-১ এর রেসপনসিভ দরদাতা কোনভাবেই লট এ-২ এর ক্ষেত্রে নন-রেসপনসিভ হতে পারেনা। উপরন্তু যেখানে সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯,৮২,৮০২ টাকা।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে ২৭-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-১০-২০০৯ খ্রিঃ তরিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ৯

শিরোনাম ঃ পুনঃ দরপত্র আহ্বান না করে প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণপূর্বক কার্য সম্পাদন করায় ৩১,৮৯,৪০১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ২৫-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ০২-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তিপত্র ও বিল ভাউচার যাচাই করা হয়।
- পরিশিষ্ট-ঝ এ বর্ণিত কাজসমূহের প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩০.৮৪% হতে ৮৪.১৮% উর্ধ্ব দরে ঠিকাদারগণ দরপত্র দাখিল করা সত্ত্বেও দরপত্র প্রস্তাব বাতিল না করে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিধি মোতাবেক পুনঃ দরপত্র আহ্বান না করায় প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৩১,৮৯,৪০১ টাকা অতিরিক্ত ক্ষতি হয়েছে।
- পিপিআর-০৩ এর ১৪(২), ৩১(১৭), পিপিআর-০৮ এর ৩৩(২)(ক) অনুযায়ী দরপত্র মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক বেশী হলে তা বাতিল করে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অতিরিক্ত কাজের বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তির সাথে জবাবের কোন মিল নেই। আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্র প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা বেশী হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ দরপত্র আহ্বান বিষয়ে। অপর দিকে জবাবে বলা হয়েছে অতিরিক্ত কাজের কথা।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৭-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ হয়। পরবর্তীতে ০১-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৩ এর নির্দেশনা পরিপালন না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নংঃ ১০

শিরোনাম ঃ দরপত্র আহ্বান ও প্রশাসনিক অনুমোদন ব্যতীত ভিন্ন কাজের ঠিকাদারের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ৬৪,৬২,৬০০ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৩-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্ট -ঞ তে বর্ণিত বকশী বাজারস্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ভবনে লিফ্ট স্থাপন কাজের প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন বিভাগ কর্তৃক কার্য সম্পাদনের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কাজের দরপত্র আহ্বান ও প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ ছাড়াই ভিন্ন একটি কাজের জন্য দরপত্র দাখিলকারী একজন ঠিকাদারের সাথে সমঝোতা করে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে ঠিকাদারকে ৬৪,৬২,৬০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- সিপিডব্লিউ ডি কোডের প্যারা ৮৯, ৫৪ ও পিপিআর-২০০৩ অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান ও প্রশাসনিক অনুমোদন ব্যতীত কার্য সম্পাদানের সুযোগ নেই। এ সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- টেকনিক্যাল বিশেষ কমিটি কর্তৃক মালামাল (লিফ্ট) এর গুণগত মান নিশ্চিত না করে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদনের ভিত্তিতে কাজটি দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে কাজটি করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ পিপিআর-২০০৩ অনুযায়ী এক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান এবং প্রশাসনিক অনুমোদন ব্যতীত কার্য সম্পাদনের সুযোগ নেই। তদুপরি টিইসি কে দরপত্র আহ্বান ব্যতীত কোন কাজের কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করার ক্ষমতা সরকারি কোন আদেশে প্রদান করা হয়নি।
- এতে আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছে এবং অপচয় ও আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৬-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৭-০১-২০০৯খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।